আসন্ন জাকসু নেতৃত্বের কাছে প্রত্যাশা

ফাহিম আহম্মেদ মন্ডল

প্রকাশিত: ২০:৫৬, ২৫ আগস্ট ২০২৫; আপডেট: ২১:১৩, ২৫ আগস্ট ২০২৫

ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পথচলার শুরু থেকেই দেশের ছাত্ররাজনীতিতে অন্যতম প্রভাবশালী ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি)। ’২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানসহ অতীতের নানা গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেশের ছাত্রসমাজকে পথ দেখিয়েছে অপরূপ প্রকৃতির লীলাভূমি, আমাদের প্রিয় জাহাঙ্গীরনগর। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে হোক কিংবা ছাত্রদের ন্যায়ভিত্তিক দাবির সূত্র ধরে হোক— বরাবরই জাহাঙ্গীরনগর উত্তাল হওয়া মানে দেশের রাজনীতিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়া। একইভাবে, এখানে ছাত্রসমাজের ন্যায়ভিত্তিক দাবি প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানে তা দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের জন্য দৃষ্টান্ত ও দাবি আদায়ের পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠা।

এমন এক প্রেক্ষাপটেই আগামী ১১ সেপ্টেম্বর (২০২৫) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন। প্রায় তিন দশকের দীর্ঘ বিরতির পর ‘জাকসু নির্বাচন’ অবশেষে আলোর মুখ দেখতে চলেছে। ইতোমধ্যে নির্বাচনকে ঘিরে সরগরম হয়ে উঠেছে পুরো ক্যাম্পাস। প্রকাশ্য প্রচারণা এখনো শুরু না হলেও ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থী, ছাত্র সংগঠন ও তাঁদের

সমর্থকরা। ক্যাম্পাসের সর্বত্র আলোচনার মূল বিষয় এখন আসন্ন জাকসু নির্বাচন।

পেছনে তাকালে দেখা যায়, ১৯৭২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সৎ, মেধাবী ও দেশপ্রেমিক ছাত্র নেতৃত্ব তৈরির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু)। একই বছর অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচনে ভিপি নির্বাচিত হন গোলাম মোর্শেদ এবং জিএস রোকন উদ্দিন। এরপর ১৯৭৪, ১৯৭৯, ১৯৮০, ১৯৮১, ১৯৮৯, ১৯৯০, ১৯৯১ ও ১৯৯২ সালে মোট নয়বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ ১৯৯২ সালের নির্বাচনে ভিপি নির্বাচিত হন মাসুম হাসান তালুকদার লিটন এবং জিএস শামসুল তাবরিজ। কিন্তু ১৯৯৩ সালের ২৯ জুলাই এক ছাত্রের বহিষ্কারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সংঘর্ষের পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জাকসু ও হল সংসদ বাতিল করে দেয়। তারপর থেকে ৩২ বছর পার হলেও আর কোনো নির্বাচন হয়নি; যদিও শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্বাচন নিয়মিত হয়েছে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৯৭৩ সালের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের ১৯(২) ধারায় বলা আছে, ভিসি প্যানেল নির্বাচনে জাকসুর পাঁচজন নির্বাচিত প্রতিনিধি ভোটাধিকার রাখবেন। কিন্তু দীর্ঘদিন জাকসু সচল না থাকায় শিক্ষার্থীরা এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ফলে সিনেট সভায় শিক্ষার্থীদের পক্ষে কেউ কথা বলার সুযোগ পাননি। এর ফলে অনেক শিক্ষক বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন— যার নজির আমরা বিভিন্ন বিভাগে দেখেছি। আমার নিজের ডিপার্টমেন্ট, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগেই এমন কয়েকজন শিক্ষকের দেখা পেয়েছি, যাঁদেরকে দেখলে ঠিক শিক্ষক তূল্য সম্মানটা মন থেকে আর আসেনা। মনে হয়েছে, জাকসু থাকলে ছাত্রদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারতেন না তাঁরা। সরেজমিনে ঘাটলে, প্রায় প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে এমন

অত্যাচারিত শিক্ষার্থী এবং অমানুষ শিক্ষকের দেখা পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

এর আগে বহুবার নির্বাচন আয়োজনের তোরজোড় দেখা গেলেও শেষ পর্যন্ত রহস্যজনকভাবে তা বাতিল হয়ে গেছে। তবে এবার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ১১ সেপ্টেম্বরের নির্বাচন অনিবার্য। বর্তমান প্রশাসন নিয়ে হাজারো অভিযোগ থাকলেও তাঁরা যদি জাকসু বাস্তবায়নে সফল হন, তবে নিঃসন্দেহে ইতিহাসে জায়গা করে নেবেন। অবশ্য শেষ মুহূর্তে নির্বাচন বানচাল হয় কিনা, কিংবা অনুষ্ঠিত হলেও কতটা সুষ্ঠু, বিশ্বাসযোগ্য ও সহিংসতামুক্ত হয়— তা সময়ই বলে দেবে। তবে এই লেখার উদ্দেশ্য হলো নতুন নেতৃত্বের কাছে কিছু দাবি ও প্রত্যাশা তুলে ধরা।

আমার বিশ্বাস, নতুন নেতৃত্ব শুধু রাজনৈতিক স্বার্থে নয়, বরং সার্বিক ছাত্রসমাজের কল্যাণে দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে দায়িত্ব পালন করবেন। সেই প্রত্যাশা থেকেই আমার কয়েকটি দাবি—

১. শিক্ষার নিরাপত্তা

- ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি সংস্কার ও প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণ।
- গেস্ট-রুম ও রাজনৈতিক প্রোগ্রাম নিষিদ্ধ করে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা।
- কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখা (তিন শিফটে পর্যাপ্ত কর্মী নিয়োগসহ)।
- প্রত্যেক হলের পাঠাগার সম্প্রসারণ ও সেখানে লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ।
- বিভাগ, অনুষদ ও রেজিস্ট্রার অফিসের কার্যক্রম ডিজিটালাইজ করা।

- পরীক্ষায় অংশ নিতে ন্যূনতম ক্লাস উপস্থিতি ও তার ওপর ভিত্তি করে নাম্বার প্রদান প্রথা বাতিল।
- মানসিকভাবে হেনস্তাকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।
- শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিতকারী সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মসূচি বন্ধ।
- সকল বিভাগে (বাংলা বিভাগ ব্যতীত) ইংরেজি মাধ্যমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠদান চালু।
- গবেষণার জন্য অর্থ নিয়ে যারা কর্মক্ষেত্রে ফেরেন না বা বিদেশে থেকে যান, তাঁদের কাছ থেকে অর্থ ফেরত নিয়ে শিক্ষার্থীদের কল্যাণে ব্যয়।

২. আবাসন, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগের নিরাপত্তা

- সকল বৈধ শিক্ষার্থীর সার্বজনীন আবাসন অধিকার।
- প্রত্যেক হলে পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিতকরণ।
- আবাসিক হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ ও নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা।
- কেন্দ্রীয় চিকিৎসাকেন্দ্রকে ১০০ শয্যায় আধুনিকায়ন, অ্যাম্বুলেন্স বৃদ্ধি ও এর অপব্যবহার রোধ।
- মেয়েদের হলে সার্বক্ষণিক চিকিৎসক ও ডিসপেন্সারি স্থাপন।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসসেবা বৃদ্ধি ও নতুন রুটে চালু।

৩. সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা

- শিক্ষার্থীদের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনীতির স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ।
- জাকসুর তত্ত্বাবধানে নিয়মিত সংলাপ, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ম্যাগাজিন প্রকাশ ইত্যাদি।
- বিভিন্ন জাতিসত্তার ভাষা, সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠানে পৃষ্ঠপোষকতা।
- শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে সহিংসতা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

৪. ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নিরাপত্তা

- জাহাঙ্গীরনগরের ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণ, কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরি ও প্রকাশনা।

৫. গবেষণা ও উদ্ভাবনের নিরাপত্তা

- শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবন, গবেষণা ও শৈল্পিক সৃষ্টিকে রক্ষা ও পৃষ্ঠপোষকতা।
- স্নাতক ও স্নাতকোত্তর গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অর্থায়ন নিশ্চিত।
- গবেষণার সরঞ্জাম ও জার্নাল সহজলভ্য করা।

৬. উচ্চশিক্ষা ও ক্যারিয়ারের নিরাপত্তা

- যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বিদেশে উচ্চশিক্ষায় সহায়তার জন্য ‘জাকসু উচ্চশিক্ষা সেল’।
- সরকারী-বেসরকারি চাকরিতে সহায়তার জন্য ‘জাকসু ক্যারিয়ার সেল’।

৭. সামাজিক নিরাপত্তা

- সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরি।

- দেশে-বিদেশে সমস্যায় পড়া শিক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য ‘জাকসু সাপোর্ট সেল’।
- জাতীয় দুর্যোগে সহযোগিতার জন্য ‘জাকসু ট্রাস্ট ফান্ড’।
- মাদকদ্রব্যের বিস্তার ও অপব্যবহার বন্ধে উদ্যোগ।

সর্বোপরি, উপরোক্ত দাবিগুলো আশা করি প্রতিটা ছাত্রের প্রাণের দাবি। সকল প্যানেলই আশা করি সামনে তাঁদের ইশতেহারে এই দাবিগুলোর সমন্বয় রাখবেন। পরিশেষ, আসন্ন জাকসু নির্বাচনের সর্বোত সফলতা কামনা করি। প্রত্যাশা করি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে জাকসু। অতীতের মারকাটারি রাজনীতির বিপর্যয়ের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন ছাত্র নেতৃত্ব এক স্মার্ট ছাত্রসংসদ উপহার দিবে বলে আমরা বিশ্বাস রাখতে চাই। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সবার জন্যেই হয়ে উঠুক নিরাপদ, অন্তর্ভূক্তিমূলক এবং প্রকৃত শিক্ষার্থী বান্ধব।

লেখক: সাবেক শিক্ষার্থী, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৭ ব্যাচ।

নুসরাত